টাকা ছাড়া ব্যবসা করার উপায়

priyocareer.com/business-without-money/

শুনতে হাস্যকর মনে হলেও, টাকা ছাড়া ব্যবসা করার উপায় আছে। আপনাকে শুধু কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে। নিজের একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা অনেকেরই স্বপ্ন থাকে। ব্যবসা শুধুমাত্র টাকার জন্য নয়, অনেকেই ভালো লাগা থেকে এই কাজে আসে।

তবে ব্যবসার পথ টা সহজ নয়। সফল উদ্যোক্তাদের দিকে তাকালে দেখা যায় অনেক ধৈর্য্য আর পরিশ্রমের ফলেই আসে সফলতা। ব্যবসা শুরু করা খুবই সহজ যদি প্রচুর অর্থ সংগ্রহের পথ থাকে।

তবে ব্যবসায় সফলতা লাভ করতে হলে প্রচুর পরিশ্রমের দরকার হয়, হতাশ হওয়া যাবে না। আস্তে আস্তে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি ও সুনাম অর্জন করবে। আজ আমরা জেনে নিব টাকা ছাড়া ব্যবসা করার উপায়।

এক নজরে সম্পূর্ণ লেখা দেখুন

ব্যবসা শুরুর প্রাথমিক পর্যায়

১. চাকরি করা

আয়ের একটি ধারাবাহিক পথ নিশ্চিত করার জন্য প্রথমে একটি চাকরি করতে হবে। শুরুতে ব্যবসাটাকে চাকরির পাশাপাশি পার্ট টাইম ব্যবসা হিসেবে রাখতে হবে। চাকরি করে অর্থ জমানো শুরু করতে হবে, যেন কারো কাছ থেকে নিজের ব্যবসার জন্য বিপুল পরিমান লোন না করতে হয়।

পাশাপাশি নিজের নতুন ব্যবসার উপর নজর দিতে হবে। প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে ব্যবসাটাকে পরিণত রূপ দিতে হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপরি ব্যবসায় মনোযোগ দেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ। বাস্তব জীবনে এত সহজেই কোন ব্যবসায় সফলতা আসে না।

তবে চাকরির আয়ের উপর যদি পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ভর করে তাহলে, ব্যবসার জন্য সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা যাবে না। আর চাকরিতে জয়েন করার সময় কোন প্রকার চুক্তি ভিত্তিক জয়েন করা যাবে না।

২. ব্যবসা নিয়ে পরিকল্পনা করা

ব্যবসা শুরু করতে টাকা দরকার হয়। কাজেই কোথা থেকে টাকা আসবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে, কোন ব্যবসা শুরু করা যাবে না। তাই শুরুতেই সব কিছু পরিকল্পনা করে নিতে হবে। প্রথমেই বাছাই করতে হবে ঠিক কি ধরনের পণ্য নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে চাই।

তারপর সে পণ্য ক্রেতার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত কি পরিমান খরচ হবে সেটা হিসার করতে হবে। তারপর করতে হবে প্রোডাক্ট কস্ট। এগুলো ঠিক হয়ে গেলে চিন্তা করতে হবে কিভাবে ব্যবসা বাড়ানো যায়।

বাজারে একই ধরনের অনেক প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থাকে। সবার চেয়ে নিজের প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে এগিয়ে নেয়া যাবে সেদিকেও নজর দিতে হবে। তারপর ভাবতে হবে ব্যবসাটি নিজেই পরিচালনা করতে পারবে নাকি লোকবল দরকার হবে। যদি লোক দরকার হয় তাহলে কতজন লোক বা কোন কাজের জন্য লোক দরকার হবে সেদিকে খেয়াল দিতে হবে।

প্রশ্ন আসতে পারে, টাকা ছাড়া ব্যবসা করার উপায় জানতে চেয়েছি। এখানে পরিকল্পনাতে টাকার চিন্তা কেন করবো? আসলে, এই লেখায় টাকা ছাড়া ব্যবসা করার উপায় বলার অর্থ হলো, আপনার নিজের নিকট টাকা না থাকলেও কীভাবে ব্যবসা করবেন, তা নিয়ে।

৩. প্রতিযোগিতামূলক বিশ্লেষণ

ব্যবসা শুরু করার আগে বাজার বিশ্লেষণ করতে হবে। এই পণ্য নিয়ে অনেকেই কাজ করে। আমার পণ্য নিয়েই যারা কাজ করছে তাদের পণ্যের বাজার দর কত, তা যাচাই করতে হবে। তারপর সেই পণ্যের যাবতীয় সব খোঁজ খবর নিয়ে যাচাই বাছাই করে দেখতে হবে আমি তাদের চেয়ে কম মূল্যে ভালো পণ্য বাজারে দিতে পারব কিনা। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে খুব দ্রুতই সফলতা লাভ সম্ভব।

৪. জনবলের পিছনে কম খরচ করা

টাকা ছাড়া ব্যবসা করার উপায় হিসাবে, এই কাজটা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। একটি নতুন ব্যবসা শুরু করার সময় খরচ যত কম পরিমানে করা হয় ততই ভালো। যতটুকু পারা যায় নিজের কাজ নিজের করা উচিত। যদিও লোকবল দরকার হয় তার জন্য ও বাজেট যত পারা যায় কম করতে হবে।

৫. সহজে ও স্বল্প খরচে নতুন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ খোঁজা

যে বিষয়ে ব্যবসা পরিচালনা করার ইচ্ছা সে বিষয়ে যদি পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব থাকে তাহলে, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিতে হবে। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রথমে কাছের মানুষদের বাছাই করতে হবে।

নিজের বন্ধু, আত্মীয়, প্রতিবেশি এদের মধ্যে যারা কাজে পারদর্শী তাদের থেকে জানতে হবে। নতুন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৭টি প্রতিষ্ঠান এই লেখাটি পড়তে পারেন।

৬. নিজের সম্পদগুলো কাজে লাগানো

যখন নতুন একটি ব্যবসা শুরু করা হয় এবং পর্যাপ্ত অর্থের অভাব থাকে, তখন নিজের কাছে যা আছে তাই কাজে লাগাতে হবে। যেমন নিজের শোবার ঘরটিকেই নিজের ব্যবসার রুম হিসেবে ব্যবহার করা।

রুমের একপাশে পণ্যের ছবি তোলার জন্য ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা। খাটের নিচে পরিষ্কার করে পণ্য স্টোর করার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। টাকা ছাড়া ব্যবসা করার উপায় হিসাবে এটা বেশ কার্যকরী কৌশল।

৭. নতুন নতুন পরিকল্পনা তৈরি ও সেটার উপর পরীক্ষা করা

নতুন একটা কাজ শুরু করার আগে নিজের আইডিয়া যাচাই করা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ যদি আমি একটি রেস্টুরেন্ট খুলতে চাই তাহলে, আগে আমার রান্না কেমন তা পরীক্ষা করতে হবে।

সেক্ষেত্রে ছোট কোন একটা প্রতিষ্ঠানে বা কোন একটু স্কুলের এক বেলার খাবারের দায়িত্ব নিয়ে খাবার পরিবেশন করলে খাবারের মান সম্পর্ যেমন জানা যাবে, তেমনি কতজনের খাবারের দায়িত্ব নেয়া যাবে সে ব্যাপারে ও আইডিয়া হবে।

৮. পরিবার, বন্ধু বা আত্মীয়দের কাছ থেকে লোন নেওয়া

ব্যবসা শুরু করার পর যখন এমন পর্যায় চলে আসবে যে এখন লোন নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই তখন এমন স্থান বা ব্যক্তি থেকে লোন নেয়ার চেষ্টা করতে হবে যেখানে সুদ দিতে হবে না।

তাহলে এটা ব্যবসা পরিচালনার জন্য খুব বড় একটা সুযোগ হবে কারন এতে সুদ দেয়ার কোন ঝামেলা থাকবেনা এবং নির্দিষ্ট সময়ের ঝামেলা ও থাকবেনা।

৯. স্বল্প পরিমানে লোন নেওয়া

পরিচিত মানুষদের থেকে অর্থ সমাগমের ব্যবস্থা না হলে কোন ব্যাংক থেকে স্বল্প পরিমাণে লোন নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে যেখানে সুদের পরিমান কম এবং সুযোগ সুবিধা বেশি সেখান থেকে লোন নিতে হবে।

৯. পরিচিতি বাড়ানো

যেকোন ব্যবসা শুরু করার পরই এর প্রচারণা চালাতে হবে। কাজ শুরু করে বসে থাকলে কোন ব্যবসাই সামনে আগানো সম্ভব নয়। টিভিতে বিজ্ঞাপন দেয়া যেতে পারে যদি সামর্ না থাকে তাহলে লিফলেট তৈরি করে তা বিলিয়ে দিতে হবে। এছাড়া, এখন অনলাইনের যুগে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে খুব সহজেই নিজের পণ্যের প্রচারণা করা যায়।

নিজেকে একজন উদ্দ্যোক্তা হিসেবে চিন্তা করা

টাকা ছাড়া ব্যবসা করার উপায়

১. কাজের প্রতি ভালোবাসা ও দৃঢ়তা তৈরি করা

যে কোন কাজই যদি মন দিয়ে করা হয় তাহলে সেটা খুব ভালো হয়। তাই কাজ অবশ্যই ভালোবেসে ও মন দিয়ে করতে হবে তাহলে সেটা সুন্দর হবে। নিজের কাছে ভালো লাগলেই তা মানুষেরও মন ছুঁয়ে যাবে। তাই আগে নিজের কাজে নিজের সন্তুষ্টি দরকার।

২. নিজেকে নতুনভাবে তৈরি করা

ব্যবসা শুরু করার পর কাজ করার জন্য নতুনভাবে রুটিন করতে হবে। এই জন্য অনেক সময় নিজের দৈনন্দি রুটিন পরিবর্তন হয়ে যায়। সবকিছু ছাপিয়ে তখন ব্যবসার কাজে মনোযোগ দিতে হবে।

৩. ক্রেতার আস্থা অর্জন

ব্যবসা শুরু করার পর প্রথম কাজ হলো ক্রেতার সুবিধা অসুবিধা খেয়াল করা। প্রথমেই যদি ক্রেতাকে কোয়ালিটিফুল জিনিস দেয়া হয় তাহলে ক্রেতার আস্থা তৈরি হয়। ক্রেতার চাহিদার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪. আকর্ষনীয় অফারের ব্যবস্থা

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে অন্য কোম্পানি থেকে তুলনামূলক কম মূল্যে ভালো পণ্য বাজারে ছাড়তে হবে। এবং মাঝে মাঝে বিভিন্ন অফারের ব্যবস্থা করতে হবে।

এছাড়াও ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য নিজের ও নিজের পরিবারের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। নতুন একটি ব্যবসা শুরু করার সময় পরিবারের সদস্যদের সাহায্য ছাড়া তা পরিচালনা করা যাবে না তাই তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। নিজের শরীর, স্বাস্থ্য যেন সব সময় ভালো থাকে সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। কর্মজীবন, ব্যবসায়িক জীবন ও পারিবারিক জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

উপসংহার

এই ছিল, টাকা ছাড়া ব্যবসা করার উপায়। পরিশেষে বলা যায় যে উপরোক্ত বিষয়গুলো ঠিকভাবে মেনে চলতে পারলে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে সবার সামনে তুলে ধরা যাবে। তবে অবশ্যই এর জন্য প্রচুর ধৈর্য্য ও পরিশ্রম প্রয়োজন এবং তারপর বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা। চাইলে, ৭টি টাকা ছাড়া ব্যবসা আইডিয়ালেখাটি পড়তে পারেন।